দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

স্বৈরাচারের দুর্নীতির খতিয়ান

রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ব্যবহার

মোস্তফা ফিরোজ

স্বৈরাচার আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এরশাদ, তার পত্নী রওশন এরশাদ এবং মন্ত্রীদের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের ফিরিস্তি রয়েছে অপ্রকাশিত শ্বেতপত্রে। এরশাদের নামকরণে ছিল দেশে ৮টি স্কুল-কলেজ। রওশন এরশাদের নামে ৬টি স্কুল-কলেজ।

(২ এর পাতায় দেখুন)

রাজনৈতিক ও

(প্রথম পাতার পর)

এরশাদের মরহুম-মায়ের নামেও ছিল দু'টি কলেজ। এভাবে স্বৈরাচার ও তার সহযোগীদের নামে ৩১টি স্কুল-কলেজ পরিচালিত হয়েছে। এরশাদ পতনের পর রাতারাতি এসব স্কুল-কলেজের নাম পাল্টে যায়। একদিকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল অন্যদিকে শিক্ষা অনুদান লোপাট এই দু' উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজে ক্ষমতাসীনদের নাম ব্যবহার করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামকরণের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা রয়েছে তাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হলে নিয়ম রয়েছে কলেজকে ১৫ লাখ, স্কুল ১০ লাখ, নিম্নমাধ্যমিক স্কুল ৬ লাখ ও প্রাথমিক স্কুলকে ৩ লাখ করে নগদ টাকা অনুদান দিতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত ৩১টি স্কুল-কলেজকে কোন নগদ অর্থ না দিয়ে অথবা আংশিক দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। এরশাদের নামে যেসব স্কুল-কলেজ ছিল সেগুলো হচ্ছে ঃ এরশাদ পাবলিক স্কুল কাদিরাবাদ সেনানিবাস নাটোর, এরশাদ ইসলামিয়া কলেজ বরিশাল, শান্তিবাগ হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ উচ্চবিদ্যালয় ঢাকা, এইচ এম এরশাদ উচ্চবিদ্যালয় যমিরকুৎসা রাজশাহী, কুদ্দুসনগর এইচ এম এরশাদ জুনিয়র স্কুল গাজীপুর, হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ উচ্চবিদ্যালয় বানিয়াচং, এরশাদ নাসিরনগর উচ্চবিদ্যালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বুড়িচং এরশাদ কলেজ।

রওশন এরশাদের নামকরণে স্কুল-কলেজের তালিকায় রয়েছে রওশন এরশাদ মহিলা কলেজ সরিষাবাড়ী জামালপুর, রওশন এরশাদ মহিলা কলেজ টাঙ্গাইল, রওশন এরশাদ মহাবিদ্যালয় শিবগঞ্জ বগুড়া, বেগম রওশন এরশাদ মহিলা কলেজ ঈশ্বরদী পাবনা, বেগম রওশন এরশাদ মহাবিদ্যালয় নালকাঠি ও আগানগর রওশন এরশাদ কলেজ বগুড়া কুমিল্লা। এরশাদের মায়ের নামে কলেজ দু'টি হচ্ছে মজিদা খাতুন মহাবিদ্যালয় লালমনিরহাট এবং মজিদা সরকারী উচ্চবিদ্যালয় গাজীপুর। এছাড়াও রয়েছে রাবেয়া মহাবিদ্যালয় বরিশাল (সাবেক বস্ত্রমন্ত্রী রুহুল আমিন হাওলাদারের মা), মুগদাপাড়া কাজী জাফর আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়, রনিঘাট হুমায়ুন রশীদ উচ্চবিদ্যালয় সিলেট, আবদুল্লা আল-মাহমুদ মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ (সাবেক সাংসদ ইকবাল মাহমুদের পিতা), হোসনাবাদ কাজী জাফর আহমেদ কলেজ লাঙ্গলকোট কুমিল্লা, আ স ম আবদুর রব কলেজ লক্ষ্মীপুর, আজমিরী বেগম বিদ্যানিকেতন ফেনী (সাবেক মন্ত্রী জাফর ইমামের মা), পশ্চিম পবন তাইড় কাজী জাফর আহমদ প্রাথমিক বিদ্যালয় গাইবান্ধা, আলহাজ্ব তাজুল ইসলাম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ভূমি প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম), কাজী নোমান আহমেদ কলেজ কুমিল্লা (সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর পিতা), কালিয়া হরিপুর আবেদা আল মাহমুদ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ (সাবেক সাংসদ ইকবাল হামান মাহমুদের মা), বঙ্গবুর রহমান মহাবিদ্যালয় তজুমদ্দিন ভোলা (সাবেক মন্ত্রী নাজিউর রহমানের পিতা) ও হুমায়ুন কবির বিদ্যানিকেতন ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সাবেক উপমন্ত্রী)।

এরশাদ আমলে ১১৫টি কলেজ এবং ১৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। জেনারেল এরশাদ দেশের যে এলাকায় সফর করতেন সেখানকার লোকজনের অনুরোধে অথবা নিজের খেয়ালখুশি মতো স্কুল বা কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিতেন। কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা নীতিমালা ছাড়া স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ফলে সরকারের সীমিত সম্পদের ওপর হঠাৎ করে অত্যধিক চাপ পড়ে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। জাতীয়করণ করা এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণকে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা নির্বিশেষে আত্মীকরণের ফলে শিক্ষার মান ব্যাহত হয়। শিক্ষা খাতের অব্যয়িত টাকা থেকে এক কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা না দিয়ে রাষ্ট্রপতির তহবিলে স্থানান্তরের একটি অনিয়মও শ্বেতপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এ টাকা ছিল ১৯৮৮-৮৯ বছরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার অর্থ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদের নির্দেশে অব্যয়িত এ অর্থ রাষ্ট্রপতির তহবিলে জমা দেয়া হয়।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ, দুই সাবেক শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মাহবুবুর রহমানের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে সাবেক বিসিআই ও এনসিএল দু'টি বেসরকারী অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা স্থায়ী জামানত হিসাবে রাখা হয়।

সাবেক বস্ত্রমন্ত্রী রুহুল আমিন হাওলাদার বাকেরগঞ্জ থানায় উত্তরপুর আদর্শ কলেজের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে কলেজটির নামকরণে প্রভাব খাটান। কলেজটি এফিলিয়েশন পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়। কলেজটিকে সরকারী মঞ্জুরির আওতায় আনা হয়। বিধিবহির্ভূত এ কাজে সহযোগিতা করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ।